OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 392 - 411
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নগরায়ণের তত্ত্ব সম্পর্কিত একটি বিশেষ পর্যালোচনা

সুকৃতি চক্রবর্তী
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sukritichakraborty97@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
City, Town, Census, Urban Revolution, Crossroads, Urbanization, Demography, Population concentration, Sociological Studies, Economic Growth.

Abstract
Urbanization refers to a process that brings population to cities instead of living in villages. In fact, a continuous process of rise, fall of cities along with development, evolution of civilization is called urbanization. This urbanization process takes place mainly in the rural environment and its spread gradually. Thus, like other branches of sociology it is a social process as well as an economic process and a geographical process. Demographers, sociologists, historians, economists and geographers have various ideas about urbanization. The solution to these problems will be discussed very carefully in the discussion paper.

Discussion

নগরায়ণ, গত কয়েক শতাব্দীর শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের স্থানিক মাত্রা, প্রায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পন্ডিত, সমাজ সংস্কারক এবং রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। একইভাবে, শহরগুলির অধ্যয়ন- অন্তরক বস্তু হিসাবে বা পদ্ধতিগত বিন্যাসে- নগরায়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রসারিত হয়। তাসত্ত্বেও, একদিকে নগরায়ণের অধ্যয়ন এবং অন্যদিকে শহর বা নগর ব্যবস্থার অধ্যয়নের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য আছে। নগরায়ণ, যেকোন সংজ্ঞা অনুসারে, একটি ঘটনা যা সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার কারণে জনসংখ্যার অবস্থার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করে। খুব সম্প্রতি, এই ঘটনাগুলোর অধ্যয়ন প্রাথমিকভাবে শহুরে বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন, উল্লেখযোগ্যভাবে ভূগোল, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বা প্রভাবিত।[১]

নগর, নগরায়ণের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রথম ও তাৎক্ষণিক সমস্যা হল তাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। দেশ, স্থান, কাল ভেদে নগরের নানা ধরনের সংজ্ঞা আছে। কীভাবে একটা সর্বজনবিদিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে যা দিয়ে এই ধরনের একটি জটিল, বহুমাত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও বেশী সহজবোধ্য করা যাবে তা একটা বড় প্রশ্ন? প্রথমেই আমরা

কীভাবে এটিকে সর্বোত্তমভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি? যদিও এটা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, শহরটির একটি সার্বজনীন সংজ্ঞা যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এইটি কি শুধুমাত্র রাস্তা ও বাড়ির একটি সমষ্টি বিশেষ? নাকি এইগুলি বিনিময় ও বাণিজ্যের কেন্দ্র? অথবা এইটি কী একধরণের সংঘবদ্ধ সমাজ অথবা এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা? এইটির কি একটি নির্দিষ্ট আকার, ঘনত্ব আছে? সংজ্ঞার সাথে জড়িত অসুবিধাগুলি অগণিত, এবং খুব কমই এই জটিল প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ সূত্রে উপনীত হতে পেরেছেন।[২] শহরের ইতিহাসের সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক অংশগুলো দুইটি বিষয়ের উপর জোর দেয়- ১)যদি শহরের ইতিহাসকে অনুসন্ধানের একটি কার্যকর ক্ষেত্রে পরিণত হতে হয়, তবে ইতিহাসবিদদের সমাজবিজ্ঞানের আরও সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। ২)অতীতের শহরগুলি সম্পর্কে লেখার সময় ইতিহাসবিদদের বর্তমান দিনের শহরের সাথে সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধানগুলিকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। W.Stull Holt সমাজবিজ্ঞান থেকেই বিভিন্ন উপাদানের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করেছেন এবং শহুরে জনসংখ্যার উৎস, শহরে জন্মহারের প্রবণতা এবং নগর অভিবাসনের মতো বিষয়গুলিকে ইতিহাসবিদদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন।[৩] শহরের উপস্থিতি নগরায়ণের একটি কম-বেশী পরিচর্যাকারী সামাজিক প্রক্রিয়াকে অনুধাবিত করে। শহরগুলির সাথে নগরায়ণের সম্পর্ককে কার্য-কারণ সম্পর্ক হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এই ভাবে যদিও নগরায়ণ নিজেই ঐতিহাসিক গবেষণার একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র গঠন করেনি, শহরগুলির উপর লেখা থেকে কিছু সাধারণ ধারণা অর্জন করা সম্ভব।[৪] অর্থাৎ নগরায়ণের ধারণা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে শহর বা নগর সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন।

'City' শব্দটি ল্যাটিন ও ফরাসি শব্দ থেকে উদ্ভুত বলে মনে করা হয়। ল্যাটিন শব্দ 'civitas', যার অর্থ একটি 'union of citizens', প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যের বসতি স্থাপন করা অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা পরে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মীয় জেলায় পরিণত হয়েছিল। পরে শব্দটি একটি অঞ্চল থেকে 'town' এর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়, অবশেষে পরবর্তীকালে এইটিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফ্রান্সে 'ecclesiastical nucleus'কে বলা হত 'cit'e' এবং 'city' দৃশ্যতই তা থেকেই উদ্ভুত হয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য শব্দ 'ville' (ফরাসি), 'Stadt' (জার্মান), এবং 'town' (ইংরাজী) শব্দগুলি গড়ে ওঠে 'city' বা 'cit'e' শব্দের বিকাশের সাথে সাথে।[৫] এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শহর বা নগর মানে জনসংখ্যার কেন্দ্রীকরণকে (concentration) বোঝায়, তবে এর অন্তর্নিহিত সামাজিক একটি প্রক্রিয়া আছে, যা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। Ecological পদ্ধতি, যা শিকাগো স্কুল নামে পরিচিত, তিরিশের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নগর বা শহর গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকার অর্জন করে। Mckenzie শহরকে "as representing an externally organized unit in space produced by laws of its own" এবং Burgess শহরকে "its physical expansion and differentiation in space." বলে চিহ্নিত করেন।[৬] আবার Ernest Burgess এবং Robert Ezra Park, আধুনিক শহর গবেষণার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ecological ব্যবস্থা হিসাবে শহরের ধারণাটি গড়ে তোলেন যেখানে 'survival of the fittest' শব্দবন্ধনটি প্রধান বা কেন্দ্রবিন্দুতে সবচেয়ে ধনী গোষ্ঠীর অবস্থান এবং সবচেয়ে অবাঞ্ছিত আবাসিক অবস্থানগুলিতে সবচেয়ে অসুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৭] এই প্রসঙ্গে Park এর মতামত খুবই উল্লেখযোগ্য –

> "The City is a state of mind, a body of customs and traditions, and of organized attitudes and sentiments that inhere in these customs and are transmitted with this tradition. The city, is not, in other words, merely a physical mechanism and an artificial construction. It is involved in the vital process of the people who compose it; it is a product of nature, and particularly of human nature."[৮]

'Urban areas' বা 'শহর' সম্পর্কিত ধারণা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক আদমশুমারি থেকে অন্য আদমশুমারিতে পরিবর্তিত হয়। আসলে আদমশুমারির উদ্দেশ্যে প্রতিটি দেশেরই শহর এবং নগরের একটি সংজ্ঞা থাকতে হবে এবং এর মধ্যে কয়েকটির দিকে নজর দিলে বিভিন্ন সংজ্ঞার চিত্র পাওয়া যায়। কিছু দেশ এক্ষেত্রে একটি সাধারণ সংখ্যাসূচক মান গ্রহণ করে। ডেনমার্কে ২০০ জন মানুষের বসতি একটি শহর তৈরী করে, যেমনটি সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডে করে। গ্রীসে একটি বসতিতে ১০,০০০ এর বেশী বাসিন্দা থাকতে পারে। ১০০০ বাসিন্দা কানাডায় একটি শহর তৈরি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ২৫০০ জন। ভেনেজুয়েলায় এক হাজার, তবে ঘানায় একটি শহর তৈরী করতে ৫০০০ জন লোক থাকতে হবে। ইসরায়েল ২০০০ এর বেশি বসতি স্থাপনের জন্য একটি শহরের মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করে যদি পরিবারের প্রধানদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে এবং কঙ্গো ২০০০ এর পরিসংখ্যানটি এই শর্তে গ্রহণ করে যে তারা অকৃষি হতে হবে।[৯] গ্রীণল্যান্ডে ৩০০ বা তার বেশী বাসিন্দাসহ একটি স্থানকে শহর বলা হয়, কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে একটি অঞ্চলকে শহর বলা হয় যেখানে কমপক্ষে ৪০,০০০ জন বাসিন্দা থাকতে হবে।[১০] ভারতে 'শহর'-এর সংজ্ঞা ১৯০১-১৯৫১ এর আদমশুমারিতে কমবেশী একই থেকে গেছে। কিন্তু ১৯৬১ সালে একটি নতুন সংজ্ঞা গৃহীত হয়েছিল। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 'শহর'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল- ১) স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাড়ির সদস্যসংখ্যা ৫০০০ জনের কম হবে না। ২) প্রতিটি পৌরসভা/কর্পোরেশন/কোন এলাকা যেকোন আকারেই হোক না কেন এবং ৩) সমস্ত 'civil lines' পৌর ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ভাবে শহরের সংজ্ঞায় প্রাথমিক লক্ষ্য জনসংখ্যার আকারের চেয়ে প্রশাসনিক কাঠামোর উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে শহরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল- ১) নূন্যতম জনসংখ্যা ৫০০০, ২) প্রতি বর্গমাইলে ১০০০ জনের কম নয় এমন ঘনত্ব, ৩) এর কর্মক্ষম জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ অকৃষি কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকবে, এবং ৪) স্থানটিতে থাকতে হবে কিছু বৈশিষ্ট্য এবং নাগরিক সুবিধা যেমন : পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, স্কুল, বাজার, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি। সংজ্ঞার পরিবর্তনের ফলে, ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে শহর হিসাবে ঘোষিত ৮১২টি এলাকা তেমন ছিল না, ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে তা বিবেচিত হয়। শহরকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ১৯৬১ সালের ভিত্তিতে ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০১১ আদমশুমারিতেও গৃহীত হয়েছে। এখন জনসংখ্যাগত ভাবে, ৫০০০-২০,০০০ এর মধ্যে জনসংখ্যার এলাকাকে 'small towns' বলে বিবেচিত হয়, ২০,০০০-৫০,০০০ এর মধ্যে এলাকাকে 'large towns' এবং ৫০,০০০-১ লক্ষের মধ্যে 'big cities' এবং যাদের ১০ লক্ষের বেশী তাদের মেট্রোপলিটন, ৫০ লক্ষের বেশী জনসংখ্যাকে 'mega cities' বলে বিবেচিত হয়।[১১] *United Nation Demographic Yearbook* (1953) 'Urban' সংজ্ঞার 3টি প্রধান মানদন্ডের কথা বলে- ১) একটি নির্বাচিত মাপকাঠিতে ক্ষুদ্র নাগরিক বিভাগের শ্রেণীবিভাগ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: স্থানীয় সরকারের ধরন, বাসিন্দার সংখ্যা, কৃষিতে নিয়োজিত জনসংখ্যার অনুপাত, ২) ছোট গ্রামীণ বিভাগের প্রশাসনিক কেন্দ্রের শ্রেণীবিভাগ শহর হিসাবে এবং বিভাগের অবশিষ্টাংশ গ্রামীণ হিসাবে,৩) প্রশাসনিক সীমানা নির্বিশেষে শহুর হিসাবে নির্দিষ্ট আকারের এলাকাগুলির (সমষ্টি) শ্রেণীবিভাগ।[১২]

সমাজবিজ্ঞানীরা শহরের সংজ্ঞায় জনসংখ্যার আকারকে খুব বেশী গুরুত্ব দেননা। কারণ নূন্যতম জনসংখ্যার মান ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। তাই তারা জনসংখ্যার আকার ব্যতীত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়। Theodorson 'Urban community' কে উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব, অকৃষি পেশার প্রাধান্য, শ্রমের একটি জটিল বিভাজনের ফলে উচ্চমাত্রার বিশেষীকরণ এবং স্থানীয় সরকারের একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা সহ একটি সম্প্রদায় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এইটি নৈর্ব্যক্তিক গৌণ সম্পর্কের ব্যাপকতা এবং আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরতার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। Robert Redfield এর মতে, শহুরে সমাজ একটি বৃহৎ ভিন্নধর্মী জনসংখ্যা, অন্যান্য সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শ্রমের একটি জটিল বিভাজন, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপকতা এবং প্রদত্ত লক্ষ্যগুলির বিপরীতে যুক্তিযুক্ত আচরণ সংগঠিত করার ইচ্ছা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, ঐতিহ্যগত মান এবং নিয়ম অনুসরণ করে।[১৩]

একটি শহরের প্রশাসনিক কার্যকলাপ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে সেই রাজ্যেগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়, যারা এইটিকে একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে। তুরস্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে এইটি তাই। আলজেরিয়া, জাপান, টিউনিসিয়া এবং ইউনাইটেড কিংডমের মতো আরও অনেক রাষ্ট্র আছে, যারা তাদের শহরগুলিকে নির্দিষ্ট ধরনের সরকার দিয়ে সংজ্ঞায়িত করে। এর প্রকৃত অর্থ হল- শহর হল যা রাজ্য একটি শহরকে ডাকতে প্রস্তুত। এইটি আমাদের আরও বেশী অসুবিধার মধ্যে ফেলে যখন রোমানিয়ার মতো একটি 'solcism' চালু হয়, যেখানে 'a town is a city.'[১৪]কিন্তু সমস্যা হল যেখানে একটি গ্রাম প্রায় একটি শহরের বা একটি শহর যা একটি গ্রামের থেকে আলাদা নয়। সেক্ষেত্রে স্থানীয় সংজ্ঞা মেনে নেওয়াই ভালো। একটি শহর বলতে স্থানীয় লোকেদের দ্বারা বোঝানো হয় যখন তারা একটি এলাকাকে একটি শহর বলে।[১৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক ভাবে নগরায়ণের উদ্ভবের সমস্যার মূলে এই প্রশ্নটি নিহিত: কখন একটি গ্রাম একটি শহরে পরিণত হয়? অনেকেই এই পরিবর্তনকে সভ্যতার উৎপত্তির সাথে সমীকরণ করেছেন- আমরা দেখেছি, 'city' এবং 'civilized' শব্দ দুটির মূল একই; এবং কিছু প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে, তা হল, সভ্যতার প্রতীক। এই অর্থটি 'city' শব্দের অস্পষ্টতা দূর করে। এইটির সাথে অনেকেই একমত যে, মানবজাতির জীবনে এই মহান পরিবর্তনটি প্রথম সংঘটিত হয়েছিল নিকট-প্রাচ্যের খাদ্য-উৎপাদনকারী সম্প্রদায়গুলিতে। পরিবর্তনের মাত্রার ব্যাপকতা প্রকাশ করেছিলেন V.Gordon.Chide, যখন তিনি এটিকে 'Urban Revolution' বলে অভিহিত করেন। এটি পূর্ববর্তী নিওলিথিক বিপ্লব এবং পরবর্তী শিল্প বিপ্লবের মতো একই মাত্রা দেয়। নগর বিপ্লব শুধুমাত্র নিওলিথিক বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে হতে পারে, অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার থেকে খাদ্য উৎপাদনে পরিবর্তন। এটি ছিল শহরগুলির উত্থানের প্রয়োজনীয় শর্ত যা এটি অনুসরণ করেছিল।[১৬] চাইল্ড 'urban Revolution' এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন : ১) শহুরে কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৭,০০০ থেকে ২০,০০০জনসংখ্যা রয়েছে। ২) শহরে বসবাসকারী এক শ্রেণীর পূর্ণ-সময়ের বিশেষজ্ঞ (কারিগর, বণিক, কর্মকর্তা, পুরোহিত)। ৩) খাদ্য উৎপাদনের একটি উদ্বৃত্ত যা সরকার দ্বারা বরাদ্দ করা যেতে পারে। ৪) স্মারক পাবলিক ভবন সামাজিক উদ্বৃত্ত ঘনত্ব প্রতীক। ৫) সিনিয়র পুরোহিত, বেসামরিক এবং সামরিক নেতাদের এবং কর্মকর্তাদের একটি শাসক শ্রেণী। ৬) সংখ্যাসূচক স্বরলিপি এবং লেখা। ৭) পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা। ৮) অত্যাধুনিক শিল্পশৈলী। ৯) দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্যের অস্তিত্ব। ১০) একটি সম্প্রদায়ের সদস্যতার ভিত্তি হিসাবে বসবাসের মাধ্যমে রাজত্বের প্রতিস্থাপন।[১৭]

Harold Carter, Gordon Childe এর নগর সভ্যতা বৈশিষ্ট্যগুলির একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন-

১) আকার : শহুরে বসতিগুলি পূর্বে বিদ্যমান যেকোন কিছু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের ছিল। এটা অনুমান করা হয়, সুমেরীয় শহরগুলি সাত থেকে বারো হাজারের মধ্যে ছিল। ur-এ ৩০,০০০ বাসিন্দা ছিল। Mesoamerica এর প্রাথমিক শহরগুলিতে এখন ১০০,০০০-এর বেশী জনসংখ্যা ছিল। এই পরিবর্তনের কারণেই চাইল্ড 'নগর বিপ্লব' এর ধারণা প্রস্তাব করেন।

২) জনসংখ্যার কাঠামো : এর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল পেশাগত বিশেষীকরণ, কারণ পুরানো কৃষিব্যবস্থা থেকে পরিবর্তনের অর্থ হল পূর্ণকালীন প্রশাসক এবং কারিগরদের কর্মসংস্থান সম্ভব। এইভাবে বাসস্থান নয়, আত্মীয়-স্বজন নাগরিকত্বের যোগ্যতায় পরিণত হয়। অধিকন্তু, পুরোহিত-রাজাদের শাসন, যারা নিম্নবর্গের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা অনিবার্যভাবে সামাজিক সংজ্ঞার সাথে জড়িত, যা Wheatley দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

৩) জনসাধারণের পুঁজি : একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির অর্থও ছিল জনসাধারণের পুঁজির উত্থান, যা স্মারক ভবন নির্মাণ এবং পূর্ণ সময়ের শিল্পীদের টিকিয়ে রাখার জন্য নিবেদিত হতে পারে।

৪) রেকর্ড ও বিজ্ঞান : রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা একটি লিখিত স্ক্রিপ্ট এবং গণিতের সূচনাকে উন্নীত করে, যা 'সভ্যতা'র সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত।

৫) বাণিজ্য : বাণিজ্যপথের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষনাবেক্ষণ নগরায়ণের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষণ।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে চাইল্ডের নগরবিপ্লবের অধ্যয়নগুলি সভ্যতার উত্থানে শহরের ভূমিকার উপর পদ্ধতিগতভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। এখানে শহর ও সভ্যতার দিকগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ককে একটি বিবর্তনীয় কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। প্রাথমিক নগরায়ণের তত্ত্ব প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁর মতে, শহরের বসতিগুলির উত্থান স্থায়ীভিত্তিতে খাদ্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করে এবং এইভাবে বসতি, কৃষি এবং নগরায়ণের একটি বিবর্তনীয় ক্রম তৈরী হয়েছিল। Lamberg-Karlovsky এবং Sabloff বলেন, চাইল্ড যুক্তি দিয়েছেন যে, উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের আইনী, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দিকগুলিকে সরাসরি প্রভাবিত করে এবং যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা অনুরূপ প্রযুক্তিগত স্তরে পৌঁছেছিল সেগুলি একইরকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অধিকারী ছিল। এইভাবে 'Urban Revolution' হিসাবে উল্লেখ করা পর্যায়টি জটিল আমলাতন্ত্রের সাথে ঘনবসতিপূর্ণ বসতিতে বসবাসকারী প্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেহারা দ্বারা চিহ্নিত ছিল, যা রাজনৈতিক সংগঠন এবং শ্রমের একটি উচ্চ বিকশিত বিভাগকে নির্দেশ করে।[১৯] চাইল্ডের

পদ্ধতির কিছু উপাদান Robert Redfield গ্রহন করেছিলেন, বিশেষত 'folk' এবং 'Urban' সমাজের মধ্যে পার্থক্যের প্রাথমিক বিশ্লেষণে। রেডফিল্ড আদর্শ-ধরনের 'লোক' সমাজকে একটি ছোট, বিচ্ছিন্ন, অশিক্ষিত, সমজাতীয় সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী সংহতির অনুভূতি রয়েছে, যান্ত্রিক উৎপাদন বা প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার ছাড়াই, শ্রমের সামান্য বিভাজন, এর সদস্যদের মধ্যে জীবনের একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং সমস্যা সমাধানের প্রচলিত উপায় আছে। শহরগুলিতে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রেডফিল্ড একটি দেশ বা সভ্যতার শহরগুলিকে 'মহান ঐতিহ্যের' আবাস হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একটি সভ্যতার প্রধান চিহ্ন ও সৃজনশীল কাজের বিকাশকে, 'সামান্য ঐতিহ্যের' বিপরীতে যা গ্রামাঞ্চলে বা প্রাদেশিক শহরে বিকশিত হতে থাকে।[২০] Lampard, Childe এর শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করে, শহরের উন্নয়নের ৩টি পর্যায়কে আলাদা করেছেন- প্রাক শিল্প, শিল্প, এবং মেট্রোপলিটন শহর। প্রাক শিল্প শহর, যা পশ্চিমা বিশ্বে প্রায় ১৯শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, সম্ভবত কিছু আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের সাথে খাদ্য অর্থনীতির 'loose-knit' ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু শ্রমের কোন চিহ্নিত আঞ্চলিক বিভাজন নেই। শিল্পনগরীটি ১৯শতকে উদ্ভুত শিল্পবিপ্লবের ফল। এটি শ্রমের দ্বারা চিহ্নিত আঞ্চলিক বিভাজন, এবং 'steam power and belt and pulley technology'র দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রীভূত উন্নয়ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। মেট্রোপলিটন নগরকেন্দ্রগুলি ২০শতকের প্রযুক্তির ফলাফল। বাস্পইঞ্জিনের কেন্দ্রমুখী বৈদ্যুতিক শক্তি, অটোমোবাইল এবং টেলিফোন শক্তিকে পথ দিয়েছে।[২১]

'Urban area' বা 'city' বা 'town' কী? এই শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়- জনসংখ্যাগত এবং সমাজতাত্ত্বিকভাবে। প্রথমটিতে জনসংখ্যার আকার, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের কাজের প্রকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়; শেষোক্তটিতে, ক্রিয়াকেন্দ্রের ভিন্নতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, পরস্পর নির্ভরতা এবং জীবনের মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Tonnies গ্রামীণ ও শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন। Max Weber এবং George Simmel জোর দিয়েছেন ঘন জীবনযাত্রার, দ্রুত পরিবর্তন এবং শহুরে ব্যবস্থার নৈর্ব্যক্তিকতার উপর। Ruth Glass এর মতো পন্ডিতরা শহরকে সংজ্ঞায়িত করেন জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব, প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনের ধরণ ও কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে।[২২]

যারা শহরের প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন Pirenne, Coulanges এবং Weber। Pirenne এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে শহরকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছেন; Coulanges শহরকে ধর্মের সমালোচনামূলক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখসহ প্রাচীন জীবন-জীবিকার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। শহরের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বগুলি কিছু পরিমাণে Weber-এর নগর গঠনে একত্রিত হয়েছিল এবং তিনি সামাজিক কর্ম ও স্বায়ত্তশাসিত নগর সরকারের উপর জোর দিয়েছিলেন।[২৩] Botero, Weber, Spangler,Toynbee, Geddes, Ghurye, Mumford and Wirth এর মতো অনেক পন্ডিতরা সভ্যতার ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে শহরগুলিকে তুলে ধরেছেন। যখন Botero, Weber বিভিন্ন সভ্যতার শহরগুলির বৃদ্ধির জন্য কোন নির্দিষ্ট কারণ ও শর্তের কথা বলেছেন, তখন Spangler, Toynbee সাধারণত শহরের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। Geddes শহরকে ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি বা আয়না বলেন। Ghurye, Mumford এইটিকেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। Wirth সভ্যতার ইতিহাস শহরগুলির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা উচিত বলে মনে করেন। কারণ তাঁর কাছে শহর হল সভ্যতার প্রতীক।[২৪]

যদিও প্রায়শই একটি দেশের জনসংখ্যার ছোট শতাংশ শহরগুলিতে বসবাস করেন, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এর সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক মূল্যবোধের প্রধান বাহক এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রধান ধারক। এইটি সম্ভবত শহরগুলির সবচেয়ে অসামান্য দিক। এইটি মধ্যযুগীয় রচনাগুলির মতোই অভিব্যক্তি খুঁজে পায় যা শহুরে সমাজ বিজ্ঞানের একেবারের শুরুতে পাওয়া যায়। ইবন খালদুন, চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখেছিলেন, বিশেষকরে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের আসন হিসাবে শহরটিও আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন অর্থনৈতিক নিদর্শন প্রদর্শন করে। যেহেতু ট্যাক্সের আয় শহরে জমা হয়, এবং যেহেতু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সরকারি এবং শিক্ষামূলক কাজগুলো সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়, তাই চাহিদার নতুন নতুন ধরণ দেখা দেয়। প্রায় অনুরূপ মতামত দুশো বছর পরে Urban Sociologyর আরেকজন ব্যক্তি পোষণ করেন, তিনি হলেন Giovanni Botero। তবে এই দুই লেখকের তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য হল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। Ibn Khaldun, যিনি স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করতেন, তিনি এই সত্যের উপর প্রাথমিকভাবে জোর দেন যে, শহরগুলি সরকার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র; Botero, যিনি ইতালিতে বসবাস করতেন, তিনি শহরগুলির বাণিজ্যিক এবং শিল্প বৈশিষ্ট্যের উপর বেশী জোর দেন।[২৫] Giovanni Botero শহরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, "মানুষের একটি সমাবেশ, এবং একত্রিত একটি মণ্ডলী যাতে তারা তাদের সম্পদ এবং প্রচুর পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে।" তাঁর কাছে এবং সম্ভবত তাঁর সমসাময়িকদের কাছে একটি শহরের মাহাত্ম্য বা বিশেষত্ব সেইস্থানের বিশালতা বা প্রাচীরের সীমানার উপর নির্ভর করে না, বরং জনসংখ্যা, বাসিন্দাদের সংখ্যা, শক্তির উপর নির্ভর করে। এই ধরনের শহরগুলিকে হয় ১) কর্তৃপক্ষ দ্বারা, ২) কিছু শক্তি দ্বারা, ৩) কিছু সুবিধার দ্বারা বা ৪) কিছু লাভ দ্বারা একত্রিত করা যেতে পারে।[২৬] Max Weber তাঁর *'The City'* নামক গ্রন্থে বলেন,

> "To constitute a full Urban community a settlement must display a relative predominance of trade-commercial relations with the settlement as a whole displaying the following features:1.a fortification; 2.a market; 3.a court of its own and at least partially autonomous law; 4.a related form of association; 5.at least partial autonomy and autocephaly, thus also an administration by authorities in the election of whom the burghers participated."[২৭]

এইটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন অনেকেই আছেন যারা ঐতিহাসিক সীমানাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যারা ইতিহাসের ধারাবাহিকতার উপর জোর দিয়েছেন। Gordon Childe এবং Luis Mumford তাদের মধ্যে অন্যতম। এই পন্ডিতরা দেখেছেন বা পরীক্ষা করেছেন শহরটি একই পরিবেশে ক্রমাগত সময়ের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি আছে, উভয়ই বৈজ্ঞানিক কৌশলের সাথে সম্পর্কিত। প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে 'total historical spread' গ্রহণ করার অর্থ হল শহরগুলির মধ্যে অনেকগুলি নির্দিষ্ট পার্থক্যকে ছাড় দেওয়া। দ্বিতীয় যুক্তি হল, শহরগুলির এই বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলি কেবল একটি বিস্তৃত শহর তত্ত্বের পথেই আসেনা, তবে আজকের শহরগুলির একটি ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণকে বাধা দেয়, যে শক্তিগুলি তাদের তৈরী করেছে, এবং ভবিষ্যতে তারা কোথায় যেতে পারে।[২৮]

প্রাক-আধুনিক শহরগুলির অধ্যয়নের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল Gideon Sjoberg. তিনি দুই ধরণের শহরের কথা বলেছেন- 1) Pre-industrial, 2) industrial, যেখানে প্রযুক্তি ছিল পরিবর্তনের মূলকেন্দ্র। তাঁর কাছে Pre-industrial শহর হল শিল্প শহরের বিপরীতে নির্মিত একটি সামন্ততন্ত্রী শহর। এইটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে, Sjoberg-এর typology, অন্যান্য typology-র মতো কিছুটা বিভ্রান্তিকর। প্রথমত, শিল্প হল নগরায়ণের বিভিন্ন অক্ষের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয়ত, Cox যেমন সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, industrialism এবং feudalism দুইটি সমান্তরাল ধারণা নয় এবং প্রাক-শিল্পের ধরণে এত বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, এইটি কর্মক্ষম যন্ত্র হিসাবে এর মান ম্লান হয়ে যায়।[২৯] Sjoberg শারীরিক এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শহরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন- এটি যথেষ্ট আকার এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের একটি সম্প্রদায় যা বিভিন্ন ধরনের অকৃষি বিশেষজ্ঞদের আশ্রয় দেয়, যার মধ্যে একজন শিক্ষিত অভিজাতও রয়েছে।[৩০] Robert S.Lopez 'crossroads' হিসাবে শহরের ধারণাগুলির একটি আর্কষনীয় বিকাশ ও সম্প্রসারণ করেছেন। তিনি প্রাচীনতম পরিচিতি 'ideogram'কে শহরের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। এইটি একটি বৃত্তের মধ্যে ক্রস, এবং লোপেজের কাছে এইটি শহরের উৎপত্তি এবং কার্যকারিতার প্রতীক। বিভিন্ন রাস্তা যেখানে একজায়গায় মেশে বা crossroads, সেখানে শুধুমাত্র পণ্যের আদান-প্রদানই হয় তা নয়, চিন্তাধারারও আদান-প্রদান হয়। বৃত্তটি হল একটি পরিখা। তবে ঐতিহাসিকভাবে যদিও এইটি প্রায়শই হয় তবে এইটি একটি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার প্রতীক হতে পারে। এই 'ideogram'টি একটি শহরের প্রাচীনতম 'সংজ্ঞা', লোপেজের মতে, এবং সবচেয়ে উপযুক্ত। তিনি এইটিকে 'communications plus togetherness' শব্দে সংক্ষিপ্ত করেন।[৩১]

আকার, কার্যকরী বিশেষীকরণ এবং আঞ্চলিক সংগঠনের ভিত্তিতে শহরকে সংজ্ঞায়িত করার পরিপূরক প্রচেষ্টা হল Louis Wirth এর 'way of life' হিসাবে শহরকে চিহ্নিত করা। তিনি তাঁর 'Urbanism as a way of life' নিবন্ধে বলেন 'nucleated' বসতি যত বড় হয়, সামাজিক সংগঠনের ধরণগুলিও পরিবর্তিত হয়। তাঁর মতে, "A City may be defined as a relatively large, dense and permanent settlement of socially heterogeneous individuals."[৩২] তিনি আরও বলেন-

> "The City has historically been the melting pot of races, peoples, and cultures, and a most favorable breeding-ground of new biological and cultural hybrids. It has not only tolerated but rewarded individual differences. It has brought together people from the ends of the earth because they are different and thus useful to one another, rather than because they are homogeneous and like-minded."[৩৩]

তিনি শহরের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন- বড় আকার, উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ভিন্ন ভিন্ন জনসংখ্যা। তবে Wirth শহরটিকে 'Way of life' বলে মনে করেন, তখন Childe, Mumford সভ্যতার স্রষ্টা এবং বাহক হিসাবে চিহ্নিত করেন।[৩৪]

যাইহোক, শহরের সংজ্ঞা যা উপরোক্ত ধারণাগুলিকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করে তেমনই, নিম্নলিখিত ধারণাগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: সভ্যতা তৈরী এবং প্রেরণে সক্ষম বিশেষ কার্যকরী গোষ্ঠীগুলির বিকাশ; বিভিন্ন আকারের এলাকার জন্য আঞ্চলিক কার্যক্রমের একীকরণ; ভিন্নধর্মী এবং সমজাতীয় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের বিধান, এবং একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর জন্য একটি প্রশাসনিক সংস্থার রক্ষণাবেক্ষণ। এগুলির ভিত্তিতে শহরের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে- একটি শহর হল একটি সম্প্রদায় যা একটি সীমিত অঞ্চলে মানুষের একটি বিশাল ঘনত্ব নিয়ে গঠিত যা বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও পরিষেবার দ্বারা সক্রিয় হয় এবং এর সাথে একটি জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন জড়িত থাকে।[৩৫] আবার একটু অন্যভাবে বললে, শহর হল একটি প্রশাসনিকভাবে সংজ্ঞায়িত অঞ্চলের একক যেখানে 'সামাজিকভাবে ভিন্নধর্মী ব্যক্তিদের একটি অপেক্ষাকৃত বড়, ঘন এবং স্থায়ী বসতি' থাকে।[৩৬] রুশোর মতে, "Cities are the final pit of the human spirit."

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে শহর গড়ে উঠতে দুইটি পৃথক পূর্বশর্ত আবশ্যক : ১) উদ্বৃত্ত পণ্য যা মানুষকে অ-কৃষি কর্মকান্ডে সহায়তা করে। ২) সামাজিক কর্মক্ষমতা, এবং স্থিতিশীলতার স্তর অর্জনে সহায়তা করে। Urban Historian দের মতে, এই ধরনের উন্নয়ন নব্যপ্রস্তর যুগে দেখা গিয়েছিল। এইটি আরও বলেন যে, উদ্বৃত্ত পণ্যের পরিমাণ প্রাক-শিল্প সমাজে নগর উন্নয়নের উপর একটি সীমা আরোপ করে এবং শিল্প পুঁজিবাদের প্রক্রিয়াটি নগরবৃদ্ধি এবং নগরায়ণের সূচনা ও বিকাশ ঘটায়।[৩৭] আবার W.R.Thompson দ্বারা প্রস্তাবিত পাঁচটি পর্যায় যেকোন শহুরে এলাকার বৃদ্ধির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে- ১) রপ্তানি বিশেষত্বের স্বীকৃতি, শহুরে এলাকার সীমানা ছাড়িয়ে স্থানিকভাবে বিতড়ন করার জন্য উৎপাদন। ২) একটি রপ্তানি কমপ্লেক্সের বিকাশ, যেখানে সংযুক্ত সংস্থা এবং শিল্পের আকর্ষণের দ্বারা অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশস্থতা জড়িত। ৩) অর্থনৈতিক পরিপক্কতা বা আমদানি প্রতিস্থাপন, যেখানে রপ্তানির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং তাই, স্থানীয় বাজারের ক্রমবর্ধমান আকার স্থানীয় উৎপাদনকে আমদানি প্রতিস্থাপন করতে দেয় বলে অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয়তার আমদানি হ্রাস পায়। ৪) যেখানে প্রতিবেশী কেন্দ্রগুলির তুলনায় বৃদ্ধি তুলনামূলক ভাবে দ্রুতহারে হয়, শহরে এলাকা কার্যকরী শ্রেণীবিন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে একটি আঞ্চলিক মহানগরে পরিণত হয় এবং আশেপাশের ছোটকেন্দ্রগুলিতে ক্রমবর্ধমান পরিষেবা রপ্তানি করে। ৫) তৃতীয় কার্যকলাপের আরও বিকাশ মানে কিছু বিশেষ কার্যকলাপে প্রযুক্তিগত পেশাদারদের গুণ এবং জাতীয় বিশিষ্টতা।[৩৮]

শহরকে যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচিত করা হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার অসম্ভবতা, নগরায়ণের অধ্যয়নের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। শহরটি একটি 'cross-section-kaleidoscopic'র প্রতিনিধিত্ব করে, পুরো জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে।[৩৯] 'City' হিসাবে বিবেচিত একটি এলাকাকে 'Urban' হিসাবে দেখা হয়েছে। 'Urban'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শব্দের অর্থ সম্ভবত ‘city’র চেয়ে কিছুটা বেশী অস্পষ্ট। যদিও এইটি শুরুতে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ছিল বলে মনে হয়। Fustel de Coulanges অনুসারে

> “*Civitas* and *Urbs* either of which we translate by the word city, were not synonymous words among the ancients. Civitas was the religious and political association of families and tribes; urbs was the place of assembly, the dwelling place, and, above all, the sanctuary of the association.”

কিন্তু ‘urbs’ থেকে ‘Urban’ বিশেষণে রূপান্তরিত হয়েছে, যার সাহায্যে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় জীবনের বৈশিষ্ট্যের কোন একটি বা সংমিশ্রণকে বোঝায়। যে রূপান্তরটি প্রথমে ‘urbane’ শব্দ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, যার অর্থ শহর বা নগর বাসিন্দাদের পদ্ধতি, পরিমার্জন বা পরিশীলিততার অধিকারী। তবে তা হতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং তারপরে শহরের বৈশিষ্ট্য হিসাবে ‘Urban’এর সাধারণ ব্যবহার আসে। তাই “the meaning of ‘city’ and ‘Urban’ have been reversed.”[৪০] প্রসঙ্গতউল্লেখ্য, একটি ছোট জায়গাকে ‘Town’ এবং বড় ‘Town’ ‘city’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও ‘city’ এবং ‘Urban’ প্রযুক্তিগতভাবে সমার্থক নয় তবে উভয়ই উন্নত জীবনযাত্রাকে বোঝায়। তাই তারা সমার্থক শব্দে পরিণত হয়।[৪১]

নগরায়ণের অধ্যয়ন স্পষ্টতই কোন নতুন কর্মদ্যোম বা কর্মদ্যোগ নয়, যা শুধুমাত্র একটি বা দুইটি একাডেমিক শাখার দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে। এই অধ্যয়নে অন্যান্য ক্ষেত্রের পন্ডিতদের অবদান আছে। ১৯৫৮ সালে তার শুভারম্ভ, The Committee on urbanization of the Social Science Research Council-এ বহু বিভাগ প্রতিনিধিত্ব করে। এর সদস্যরা অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামাজিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে অংশগ্রহণ করেছিল।[৪২] তাই নগরায়ণের অধ্যয়নে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা মতামত তুলে ধরা হয়েছে। যেমন জনসংখ্যাবিদরা নগরায়ণকে শুধুমাত্র জনসংখ্যার সমষ্টি হিসাবেই দেখেছেন। তাদের কাছে শহর বা নগর বলতে জনসংখ্যার কেন্দ্রীকরণ বা ঘনত্বকে বোঝায়। ‘Demography’ একটি সংকীর্ণ অর্থে ‘demographic analysis’এর সমার্থক বা বিস্তৃত অর্থে ‘demographic analysis’ এবং ‘population studies’ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। জনসংখ্যাবিদরা যখন জনসংখ্যার অধ্যয়ন করেন, তখন তাদের ‘Demography’ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকৃত হতে হবে যে, বিভিন্ন শাখার পন্ডিতরা এমন অধ্যয়নে জড়িত হতে পারে যা বিশ্লেষণের অন্যান্য কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত জনসংখ্যার বিশ্লেষণকে ব্যবহার করে এবং যাকে যথাযথভাবে ‘population studies’ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ‘নগরায়ণ’এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনসংখ্যার যে শর্তাবলীতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, নগরায়ণকে জনসংখ্যা বন্টনের পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর সাথে শহুরে জনসংখ্যার আপেক্ষিক আকার বৃদ্ধি, শহুরে জনবসতি বা স্থানের সংখ্যা এবং আকারের বৃদ্ধি এবং এই ধরনের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব জড়িত।[৪৩] Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) কর্তৃক প্রণীত নগরায়ণের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত একটি নথিতে নগরায়ণকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে “সবচেয়ে সহজ এবং জনসংখ্যাগত অর্থে, নগরায়ণকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যেখানে জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট আকারের চেয়ে একত্রিত অবস্থায় থাকে।”[৪৪]

এই ডেমোগ্রাফিক তত্ত্বটি উন্নত দেশের নগরায়ণের সাথে যুক্ত। এই তত্ত্বটিকে ‘demographic transaction’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। Peterson তিনটি প্রধান জনসংখ্যার ধরণকে চিহ্নিত করেন- ১) উচ্চ জন্মহার, উচ্চ মৃত্যুহার এবং শিশুমৃত্যুর হার দ্বারা চিহ্নিত ‘Pre-industrial type’। ২) শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ পিটারসন কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায় ‘early Western population’ প্রবর্তন করে, যেখানে মৃত্যুহার হ্রাস পায়, জন্মহার বৃদ্ধি পায়, জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩) ‘Modern Western Society’, যা তুলনামূলকভাবে কম জন্মহার, কম শিশুমৃত্যুহার এবং কম মৃত্যুহার চিহ্নিত, যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, বৃহত্তর জনসংখ্যার দিকে পরিচালিত করে।[৪৫] Ashish Bose তাঁর *‘Studies in India's Urbanization’ (1901-1971)* নামক গ্রন্থে বলেন, জনসংখ্যাগত অর্থে নগরায়ণ, সময়ের একটি পর্যায়ে মোট জনসংখ্যার (T) থেকে নগর জনসংখ্যার (U) অনুপাতের বৃদ্ধি। যতদিন U/T বড় হবে ততক্ষণ নগরায়ন হবে। তা সত্ত্বেও, তাত্ত্বিকভাবে

এটা সম্ভব যে এই অনুপাত সময়ের সাথে সাথে স্থির থাকে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে গ্রাম থেকে শহুরে স্থানান্তর একেবারেই নেই এবং গ্রামীণ ও শহুরে উভয় জনসংখ্যা একই হারে বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে নগরায়ন ছাড়াই নগর উন্নয়ন হবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে নিরঙ্কুশ নগরবাসী যতই বাড়বে, নগরায়ণের হার শূন্য হোক না কেন, নগরায়নের সমস্যা থাকবেই। আমরা 'নগরায়নের প্রক্রিয়া' অভিব্যক্তিটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করব এবং U/T বৃদ্ধির পরিসংখ্যানগত অর্থে নয়।এইভাবে দেখা যায়, নগরায়নের প্রক্রিয়াটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা কেবল শিল্পায়নের সহযোগি নয় বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত সমস্ত উপাদানগুলির একটি সহগামী।[৪৬] S.Davis বলেন শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার উপাদানগুলি শহরের বৃদ্ধি ঘটিয়ে নগরায়ণের দিকে পরিচালিত করে। সেক্ষেত্রে শহরগুলির তিনটি উপায়ে বৃদ্ধি ঘটে-১) জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে, পূর্বে গ্রামীণ হিসাবে শ্রেনীবদ্ধ জনবসতিগুলিকে আবার শহর হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ২) মৃত্যুর চেয়ে অতিরিক্ত জন্মের মাধ্যমে। ৩) লোকেরা অ-শহর থেকে শহর এলাকায় চলে যায়। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শহরগুলির বৃদ্ধির ইতিহাসে প্রথম উপাদানটি কম তাৎপর্য ছিল। দ্বিতীয় কারণটি ছিল গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরে মৃত্যুহার অনেক বেশী এবং জন্মহার কম ছিল। তাই গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যার স্থানান্তর শহরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে। এইটি প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ উন্নত, শিল্পোন্নত, পুঁজিবাদী দেশগুলির নগরায়ণের ক্ষেত্রেই ঘটেছে বলে মনে হয়। তৃতীয় কারণটি হল লোকেদের কৃষি থেকে অ-কৃষি পেশায় স্থানান্তর।[৪৭] Hpoe Tisdale Eldridge নগরায়ণকে জনসংখ্যার ঘনীকরণ বা কেন্দ্রীকরণের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেখানে দুই উপাদান জড়িত- ১) 'the multiplication of points of concentration' ২) 'the increase in the size of individual concentration.' এর ফলস্বরূপ শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। এই সংজ্ঞার দুইটি ভাগ আছে, যা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। প্রথমটি নগরায়ণকে বিকিরণের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করে, যার মাধ্যমে 'ideas and practies'গুলি নগরকেন্দ্র থেকে আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এইটি একটি আপত্তিকর সংজ্ঞা কারণ এইটি শহরকে দেখানো হয় নগরের কারণ হিসাবে, ফল হিসাবে নয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ শহরে একত্রিত হয় এবং যে প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাব শহরের বাইরে চলে যায়, উভয়কেই নগরায়ণ বলে। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি প্রথমটির চেয়ে বেশী আপত্তিকর এবং আরও বেশী অদ্ভুত। এইটি নগরায়ণকে সংজ্ঞায়িত করে সমস্যাগুলির তীব্রতা বা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে, যা হল শহর বা নগরের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এছাড়াও একটি তৃতীয় শ্রেণীর সংজ্ঞা আছে যা আংশিক ভাবে গ্রহণযোগ্য। সম্ভবত একটি শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয় তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হল একটি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা গ্রহণ গ্রহণ করার পরিবর্তে এইটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা অধ্যয়ন করা। এইটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার গুরুত্বকে ছোট করে না, বরং শব্দের ব্যবহারের সাথে সংজ্ঞাটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ্য করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।[৪৮]

সুতরাং, জনসংখ্যাগত দিকদিয়ে, নগরায়ণ বলতে শহর এবং নগরে একটি অঞ্চলের জনসংখ্যার আপেক্ষিক ঘনত্বকে বোঝায়। একটি জনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসাবে, যা সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়, নগরায়ণের মধ্যে আছে স্থান-অর্থনীতির মধ্যে আপেক্ষিক আকারে বেড়ে ওঠা শহর এবং নগরগুলি, প্রথমত, শহুরে স্থানে বসবাসকারী জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অনুপাত, দ্বিতীয়ত, বৃহত্তর নগর বসতিতে তাদের ঘনত্ব।[৪৯] জনসংখ্যাগত দিকদিয়ে; শহরগুলিকে 'points of Population concentration' হিসাবে দেখা হয়; এইগুলি নগরায়ণের পরিণতি, এর সাথে অভিন্ন নয়। নগরায়ণ এগিয়ে যেতে পারে এবং শহরগুলিও বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু নগরায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও কেন পরবর্তীটির অস্তিত্ব বজায় রাখা উচিত নয় তার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। অন্যদিকে, যদি নগরায়ণ টিকিয়ে রাখা হয়, তাহলে শহরের সংখ্যা এবং আয়তন বাড়তে পারে, যেখানে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ শহরে বসবাস করে; অবশেষে জনসংখ্যার একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থে 'Urban' হয়ে উঠতে পারে।[৫০] আসলে শহরগুলি আকারে বাড়বে বা সংখ্যায় বহুগুন হবে, ততদিন নগরায়ণ হচ্ছে। এইটি সময় বা স্থানের যেকোন সময়ে থামতে,পিছিয়ে যেতে বা চলতে পারে। একবারই নগরায়ণ হতে পারে, বারংবার নয়। দ্রুত নগরায়ণ এবং ধীর নগরায়ণ হতে পারে, আবার de-urbanizationও হতে পারে। তদ্ব্যতীত, অনেক শহর থাকা সত্ত্বেও নগরায়ণের অনুপস্থিতি থাকতে পারে। জনসংখ্যার কেন্দ্রীকরণ বা ঘনত্ব বন্ধ হবার সাথে সাথে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নগরায়ণ বন্ধ হয়ে যায়। নগরায়ণ কতদূর যেতে পারে, আমরা তা বলতে পারিনা। কারণ আমরা জানিনা কতটা ঘনত্ব সমাজ সহ্য করতে পারে।[৫১]

পরিসংখ্যানগত দিকদিয়ে একটি জাতির নগরায়ণের মাত্রাকে সাধারণত শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তবে নগরায়ণের জনসংখ্যাগত ধারণাটি অন্যান্য অনেক ব্যবহারের দ্বারা অতিক্রম করা হয়েছে যেখানে নগরায়ণকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃত করা হয়েছে, যা মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। বিশেষকরে পরিসংখ্যানগত গবেষণায়, 'Urban' এবং 'Urbanization' সাধারণত শুধুমাত্র একটি জনসংখ্যাগত অর্থে, একটি নির্দিষ্ট আকারের সমষ্টি হিসাবে বা একটি নির্দিষ্ট আকারের জায়গায় বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে, শহর বা শহুরে স্থানের বিবেচনায় হয় 'dependent Variable' বা 'independent variable' হিসাবে জনসংখ্যাগত সংজ্ঞার চেয়ে অনেক বেশী জড়িত।[৫২]

নগরায়ণের এই ধরণের ব্যাখ্যা আবার সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা সামাজিক সম্পর্ক, প্রক্রিয়া, সংগঠনের সাথে বিষয়টিকে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। এর আবার তিনটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়- ১) কেউ কেউ শহরটিকে সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করে এবং নতুন সামাজিক নিদর্শন প্রবর্তন করে এবং পুরানো, ঐতিহ্যগত নিদর্শনগুলি ভেঙে দেয়। ২) কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন শহরের নতুন সামাজিক কাজকর্ম বা নিদর্শনগুলি গ্রামীণ এলাকায় বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ৩) কেউ কেউ বলেন, উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপব্যবস্থা হিসাবে, শহরগুলিতে বসবাসকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত আচরণের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।[৫৩]*Encyclopedia of Social Science* গ্রন্থে Thompson বলেন, নগরায়ন হল প্রধানত বা শুধুমাত্র কৃষির সাথে যুক্ত ছোট সম্প্রদায়ের লোকেদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধারণভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দিকে চলাচল, যাদের কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে সরকার, বাণিজ্য, উৎপাদন বা সংশ্লিষ্ট স্বার্থকে কেন্দ্র করে।[৫৪] ব্যাংকক সেমিনারে নগরায়ণকে 'কৃষি থেকে দূরে' মানুষের গতিবিধির সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। Mitchell, Abidjan সম্মেলনে, উল্লেখ করেছেন যে -

> " 'Urbanization', like 'detribalization', is sometimesused in a demographic and sometimes in a Sociological sense, but in each sense it may be loosely used."[৫৫]

Shorter Oxford English Dictionary অনুসারে, Urbanize শব্দটি প্রথম ১৮৮৪ সালে 'to make of an urban character; to convert into a city.' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যবহারে নগরায়ণ শব্দটি 'শহর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে, শহুরে এলাকায় মানুষের প্রবেশ, শহুরে এলাকার ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি'- এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংজ্ঞাটির স্পষ্টভাবে দুইটি দিক আছে- এর মধ্যে প্রথমটি শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বোঝায়, অন্যটি 'Urban Processes'।[৫৬] এখানে 'Processes' বলতে বোঝায় 'যেকোন পরিবর্তন, যাতে একজন পর্যবেক্ষক একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ্য গুণ বা দিক দেখতে পারে যার জন্য একটি নাম দেওয়া হয়'।[৫৭] সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, জনসংখ্যাগত দিকদিয়ে নগরায়ণ শব্দের একটি অর্থ আছে:'শহর এলাকায় জনগণের চলাচল'।[৫৮] Ralph L. Beals নগরায়ণকে নৃতাত্ত্বিক শব্দ 'acculturation'এর প্রতিশব্দ হিসাবে বিবেচনা করেন, যা সাধারণত কিছু পরিবর্তনের সাথে বাইরের বৈশিষ্ট্যের সংস্কৃতি দ্বারা গ্রহণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠীর অধ্যয়নের কথা বলতে গিয়ে, তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন,

> "আমাদের চূড়ান্ত চুক্তি হয়েছে যে, নগরায়ণ এবং সংস্কৃতির ধারণার দ্বারা আবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে এমন প্রক্রিয়াগুলির সাথে কাজ করছি যা অভিন্ন না হলেও অন্তত সামাজিক ঘটনার একটি সম্পর্কিত ধারাবাহিকতা তৈরী করে।"[৫৯]

উন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নগরায়ণ প্রক্রিয়া আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে দাবী করা হয়। Reissman এর মন্তব্যগুলো পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের মতামতের সমাহার-

> "Urbanization is social change on a vast scale. It means deep and irrevocable changes that alter all sectors of a society...Apparently the process is irreversible once begun.

> The impetus of Urbanization upon society is such that society gives way to Urban institutions, urban value, and Urban demands."[৬০]

নগরায়ণ হল একটি বিশাল আকারের সামাজিক পরিবর্তন। এর অর্থ গভীর এবং অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন, যা একটি সমাজের সকলক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায়। আমাদের নিজস্ব ইতিহাসে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজে স্থানান্তর সমাজ জীবনের প্রতিটি দিকের পরিবর্তন ঘটায়। পরিবারগুলিও ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে এবং সম্পর্কগুলি আবার নতুন করে গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক শৈলী, উদ্দেশ্য এবং চাহিদার মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটে। শহরে এবং শিল্পের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাকে সংশোধন করা হয়েছিল। রাজনীতি নতুন অংশগ্রহণকারী, নতুন নিয়ম এবং নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে আগের চেয়ে ভিন্ন এলাকা দখল করে। সমাজের উপর নগরায়নের প্রভাব হল যে সমাজ শহুরে প্রতিষ্ঠান, শহুরে মূল্যবোধ এবং শহুরে চাহিদাগুলিকে পথ দেয়।[৬১] Visionaryরা, যদিও তারা পরিবর্তনের স্থপতি ছিলেন, তাদের পরিকল্পনার প্রভাব সঠিকভাবে বোঝা যেত না, এবং তাদের উপলব্ধ করার উপায়ও ছিল কম। এদের বেশিরভাগ উচ্চারণ ছিল দেশীয়, আবেগপ্রবণ যুক্তি, অথবা যুক্তিপূর্ণ কথোপকথন, কিন্তু সমাজ কীভাবে একস্তর থেকে অন্যস্তরে পৌঁছাতে পারে, সেই বিষয়ে তাদের ধারনার সংকোচন ছিল। Ecologist এবং Theoretician-রা পরিবর্তনের এই সমস্যাটির তুলনা করেনি, যদিও তারা এই বিষয়ে সচেতন ছিল। তারা স্বীকার করেছেন যে, সামাজিক পরিবর্তনই আসল বিষয়, কিন্তু কোন গোষ্ঠীই শহর সম্পর্কে তাদের তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ্য পরিবর্তনের একটি পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেনি। উদাহরণস্বরূপ, রেডফিল্ড জানতেন যে, নগরায়ণ মানে পরিবর্তন কিন্তু তিনি 'folk society'র গতিশীলতা সম্পর্কে অস্পষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে এইটি শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়েগেছে।[৬২]

সামাজিক পরিবর্তন এবং নগরায়ন বিবেচনা করতে চাইলে ইতিহাসের বোধের প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজের মধ্যে ঐতিহাসিক সীমা শিল্প শহরের মধ্যে থেকে যায়। এই প্রেক্ষাপটে নগরায়ণ মানে শুধু গ্রামীণ, কৃষি বা লোকসমাজের পরিবর্তন নয়, বরং শিল্প শহরের মধ্যেই ক্রমাগত পরিবর্তন। নগরায়ণ থেমে থাকে না বরং শহরকে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তন করতে থাকে।[৬৩] ইগর জেভেলিওভ-র মতে,নগরায়ণ হল যেকোন দেশের-এশিয়া, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিরও এর অন্তর্ভুক্ত-সামাজিক অবয়ব নির্ধারনকারী এক অতি জরুরী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া শুধু শহরের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গেই জড়িত নয়। নগরায়ণ-এ হল শহরে গড়ে ওঠা সেইসব নতুন সামাজিক সম্পর্ক গোটা সমাজে যেগুলি সম্প্রসারিত হবে। নিঃসন্দেহে, নগরায়ণ হল এক অবজেকটিভ প্রক্রিয়া এবং সমাজবিকাশের সুনির্দিষ্ট পর্বে ঐতিহাসিক প্রগতিমূলক।[৬৪] নগরায়ণের একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন Charles Tilly তাঁর *'The Vende'e'*নামক গ্রন্থে। তিনি নগরায়ণকে বর্ণনা করেন 'একগুচ্ছ পরিবর্তনের জন্য একটি সমষ্টিগত শব্দ যা সাধারণত একটি সমাজে বৃহৎ আকারের সমন্বিত কার্যক্রমের উপস্থিতি এবং প্রসারণের সাথে ঘটে।' তিনি একধরণের ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ দেন: একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র পরিচালনা, সেচের মাধ্যমে জল নিয়ন্ত্রণ, পণ্য উৎপাদন এবং একটি বিস্তৃত বাজারের মাধ্যমে বিনিময়। যা নগরায়ণকে অনেকবেশী দ্রুত উৎসাহিত করে। কারণ তারা নতুন সামাজিক সম্পর্কের জন্ম দেয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ও 'cross-cutting' সামাজিক সম্পর্কের বিস্তারকে উদ্দীপিত করে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি নগরায়ণকে গঠন করে, কারণ তারা জনসংখ্যার ঘনত্বকে, সামাজিক সম্পর্কের মানের পরিবর্তনকে লালন করে।[৬৫]

নগরায়ণ একটি বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া এবং এইটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে নয়, সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবেও বিবেচিত হয়। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিতে এইটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, নগরায়ণ মানে ঐতিহ্যগত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের ভাঙন। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হল বর্ণপ্রথা শ্রেণীভেদ প্রথায় পরিবর্তিত হবে, যৌথ পরিবার থেকে এককেন্দ্রিক(nuclear) পরিবার উদ্ভুত হবে এবং ধর্ম অত্যন্তই ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠবে। এই বিষয়গুলি থেকে এইটা অনুমিত হয়, ভারতের নগরায়ণ পাশ্চাত্যের মতোই, এবং ঐতিহ্যগত নগরায়ণের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে, যার উপর আধুনিক নগরায়ণের প্রথম প্রভাব ছিল।[৬৬] Nels Anderson যুক্তি দিয়েছিলেন, নগরায়ণ হল 'গ্রাম থেকে শহরে এবং ভূমিকেন্দ্রিক কাজ থেকে শহরে ধরণের কাজে বেশিসংখ্যক লোকেদের স্থানান্তরের চেয়েও বেশি কিছু।' তাঁর দৃষ্টিতে একজন মানুষকে শুধুমাত্র শহরে নিয়ে যাওয়াটা খুববেশী 'urbanized' নাও হতে পারে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং কখনোই তারা গ্রামীণ কাজ বা বাসস্থান ছেড়ে যায় না। নগরায়ণ মানুষের চিন্তাভাবনা এবং আচরণের মৌলিক পরিবর্তন এবং তাদের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে জড়িত। এইটি কেবলমাত্র একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একধরণের কাজ থেকে অন্যকাজে পরিবর্তনের বিষয় নয়, কিন্তু কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জড়িত, এবং এর অর্থ শ্রমের একটি নতুন এবং সর্বদা পরিবর্তিত বিভাগে প্রবেশ করা। এইভাবে Karl Mannheim 'Urbanization and its ramifications' শব্দটি ব্যবহার করেন। নগরায়ণ মানে জীবনের এক পথ থেকে অন্য পথে পরিবর্তন। এইটি 'detribalization' এর প্রয়োগের বিভিন্নতার সাথে মিলে যায়, যা আফ্রিকার সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা ব্যবহার করেন। কিছু আফ্রিকান গ্রাম থেকে শিল্পাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেখানে শহুরে জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে নেবার লড়াইয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু কাজ করার পদ্ধতি এবং চিন্তাভাবনা এবং শহুরে জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্যগুলি উপজাতীয় গ্রামগুলিকে তীব্রগতিতে আক্রমণ করে এবং সেখানে সমন্বয়ের লড়াই এক অন্যরূপ নেয়। যদিও নগরায়ণের শেষ পণ্য হল জীবনযাপনের উপায় হিসাবে 'urbanism'.[৬৭] তিনি এবং Ishwaran নগরায়ণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন: অর্থনীতি, নাগরিক প্রশাসন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, লিখিত রেকর্ড এবং উদ্ভাবন।[৬৮] এই পদ্ধতিটি একটি আচরণগত পরিবর্তন হিসাবে নগরায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই অর্থে যে 'it is the conduct of men that is at issue.' যদি কোন মানুষের কিছু আচরণের ধরণ-শহুরে চিন্তাভাবনা এবং শহুরে মূল্যবোধ থাকে-তাকে urbanized বলা যেতে পারে। একই ভাবে, অ-শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরা যদি এই নির্দিষ্ট আচরণগত নিদর্শনগুলি প্রকাশ করে তারাও 'urbanized' হিসাবে বিবেচিত হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা আছে যে নগর পরিবেশের মধ্যে Urbanism বা নগরীয়ানা সীমাবদ্ধ নয়। নগরায়ণের এই প্রক্রিয়াটি সময়ের পরিক্রমায় ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়।[৬৯]

প্রকৃতপক্ষে নগরায়ণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূমি এবং বাসিন্দারা শহুরে হয়ে ওঠে। এইটি স্থান ও মানুষ উভয়েরই পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, কিন্তু এইটি পরিমাপ এবং প্রকাশ করা হয়েছে যা গ্রামীণ, গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের থেকে শহর ও শহরের বাসিন্দাদের পার্থক্য করে। নগরায়ণের অর্থ হল মানবসমাজের একটি ক্রমবর্ধমান অনুপাতে শহরে পরিণত হয়, এবং এইটি হবার সাথে সাথে শহরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামাঞ্চলের চেহারা এবং এর বাসিন্দাদের জীবনের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব তৈরি করে। আরও বেশীকরে 'landscape' 'Townscape' এ পরিণত হয় এবং লোকেরা এমন পরিবেশে বাস করতে শুরু করে, যা শারীরিক এবং সামাজিকভাবে শহুরে।[৭০] আবার একটু অন্যভাবে দেখলে নগরায়ণ হল স্বাতন্ত্রকরণ বা ব্যক্তিকরণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, এখানে গোষ্ঠী নয়, এখন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য দায়ী। বিভিন্ন জায়গাতেই এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। ফলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বা কার্যকলাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ব্যক্তির নিজস্ব, পৃথক কার্যকলাপ দ্বারা তা প্রতিস্থাপিত হয়। গ্রামের বাসিন্দারা প্রায়ই তাদের কিছু সময় নাগরিক কর্তব্য হিসাবে, বিনা বেতনে কিছু কাজ করে, যেকোন বিপদে এগিয়ে আসে। শহরের বাসিন্দারা অবশ্যই খুবএকটা বেশী কিছু করেনা, কিছু জনহিতকর কাজ ছাড়া। একটি বর্ধিত বা একত্রিত পরিবার ছোট পরিবারে ভাগ হয়ে যায়। ফলে কোন ব্যক্তি সামাজিক বন্ধন থেকে অনেকাংশেই মুক্ত হতে পেরেছে, যা পূর্বে গ্রামে তার ক্রিয়াকলাপকে বাধাগ্রস্থ করেছিল।[৭১]

ব্যক্তিদের আচরণগত ধরণকে উপেক্ষা করে, নগরায়ণের আরেকটি ধারণা সমগ্র জনসংখ্যার ক্রিয়াকলাপের উপর বেশী জোর প্রদান করে। এই পদ্ধতিতে নগরায়ণকে কার্যকলাপের পুনর্গঠন বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হিসাবে দেখা হয় যা একটি জনসংখ্যাকে তার সামগ্রিক পরিবেশে একটি নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে। এইটি কৃষি থেকে অ-কৃষি সাধনায় একটি রূপান্তর এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিশেষীকরণের সাথে জড়িত।[৭২] Sorokin এবং Zimmerman নগরায়ণের একটি 'পেশাগত' ধারণার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন-

> "গ্রামীণ সমাজ বা জনসংখ্যার প্রধান মানদন্ড হল পেশাগত, উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ এবং চাষ। এর মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ অন্যান্য, বিশেষ করে শহুরে, জনগণের থেকে আলাদা হয় যারা বিভিন্ন পেশাগত কাজে নিয়োজিত... এইটি হল গ্রামীণ এবং অন্য এবং বিশেষত শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম ও মৌলিক মাপকাঠি।"[৭৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই ধারণা থেকে নগরায়ণের একটি সংজ্ঞা হল 'একটি সম্প্রদায়ের মানুষের গতিবিধি, সাধারণত বৃহত্তর ক্ষেত্রে, যাদের কর্মকান্ড প্রাথমিক ভাবে সরকার, বাণিজ্য, উৎপাদনের সাথে যুক্ত।' যেহেতু এইটি ঘটে, তাই নগরায়ণের এই কাঠামোগত বা সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি মানববিষয়ের স্থানিক দিকগুলিকে স্বীকৃতি দেয়।[৭৪]

নগরায়ণের অধ্যয়নে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং উন্নয়নের একটি চিত্তাকর্ষক অবদান আছে। তাই নগরায়ণের তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় অর্থনৈতিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়। নগরায়ণ প্রযুক্তির সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ যে আমরা বলতে পারি, প্রযুক্তিই নগরায়ণের মূল বিষয়। তবে প্রযুক্তি শহরের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; এইটি প্রতিটি প্রদেশ এবং সমাজের হয়ে কাজ করে। এইটি হল প্রযুক্তি যা শহুরে বাসিন্দাদের জমি থেকে মুক্তি দিয়েছে। যদিও প্রযুক্তি ছাড়া যেমন নগরায়ণ এগোতে পারে না, তেমনী প্রযুক্তি আমাদের নিজস্ব সভ্যতাকে ধ্বংস করার মাধ্যম হতে পারে। এইটি উচ্চমাত্রার নগরায়ণের জন্য একেবারেই অপরিহার্য বলে মনে হয়, কিন্তু এইটি একই সাথে জনসংখ্যার বিচ্ছুরণ জড়িত যা উদ্বিগ্ন সমাজ যা স্বপ্ন দেখেছিল তার বাইরে চলে যায়।[৭৫]

নগরায়ণ যে জনসংখ্যার কেন্দ্রীকরণের একটি প্রক্রিয়া, তা মূলত প্রযুক্তিগত বা কারিগরী কৌশলের মাধ্যমেই আসে। মানুষের আকাঙ্খার অনির্দিষ্ট বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য এবং সেগুলির অর্জনে চাতুর্য প্রয়োগ করার ক্ষমতার কারণে উভয়ই কিছুটা স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে। কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সমাজকে একটি সাংস্কৃতিক চরিত্র দান করে, যাকে আমারা সভ্যতা বলি। বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি বিভিন্ন সভ্যতা তৈরি করে, নগরায়ণ হল এক এবং সময় ও স্থানভেদে এর 'rate' এবং 'scope' পরিবর্তিত হয়।[৭৬] Brian J.L. Berry বলেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নগরায়নের মধ্যে একটি উচ্চ ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।" সবচেয়ে নগরায়িত দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে উন্নত দেশ এবং দেশগুলি জনসংখ্যার দিক থেকে সেরা। 95টি দেশের জন্য 43টি সূচক ব্যবহার করে একটি প্রধান উপাদান বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে চারটি কারণ বৈচিত্র্যের 90 শতাংশের জন্য দায়ী। ১) Primacy: কিছু দেশের 'primate cities' থাকার প্রবণতার সাথে সম্পর্কিত যা দেশের অন্য যেকোন নগর কেন্দ্রের তুলনায় অনেক বড়, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে অত্যধিক মাত্রায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং যা প্রায়শই বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ২) rank-size regulations: এটাও প্রস্তাব করা হয়েছে যে র‍্যাঙ্ক-আকারের ধরণ থেকে বিচ্যুতিগুলি ক্রমবর্ধমান primacyর সাথে যুক্ত, এবং সেইজন্য অনুন্নয়ন, দেশের আকারের সাথেও যুক্ত। ৩) urban economic base: এটি অবশ্যই অর্থনৈতিক-জনসংখ্যার স্কেলের সাথে পরিবর্তিত হবে বলে আশা করা যায়। ৪) An urban hierarchy: এটি দৃশ্যত এমন একটি অর্থনীতিতে প্রদর্শিত হয় যেখানে কিছু আদান-প্রদান হয় এবং বাজারের কার্যাবলী উপস্থিত থাকে।[৭৭]

মৌলিক অর্থে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতায় নগরায়ণ একটি প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত ঘটনা ছিল যা দ্রুত পরিবর্তিত এবং ক্রমবর্ধমান বিশেষায়িত উপায়ে জীবিকা নির্বাহের এবং প্রবাহ শক্তির ব্যবহার করে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৭৮] শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ, তবে শুধুমাত্র একটি পরিবর্তিত ভৌত পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের নতুন আকার তৈরী করেনি বরং, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং মানুষের আচরণ ও চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কৃষি এবং নগরায়ণের মাত্রার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক Davis এবং Golden দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছে। নগরায়ণের একটি কারণ হল কৃষির দক্ষতা। নিম্ন কৃষির ঘনত্ব, এই বিস্তৃত মহাদেশীয় ভিত্তিতে, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতার একটি সূচক। উচ্চ নগরায়ণের সূচক অর্জনের জন্য, একটি জাতিকে দৃশ্যত পূর্বশর্ত হিসাবে, বৃহৎ শহুরে জনসংখ্যাকে সমর্থন করার জন্য পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদনশীলতা অর্জন করতে হবে। ১৮০০ সালে, তারা উল্লেখ করে,

> "বড় শহরগুলির জনসংখ্যা সাধারণ জনসংখ্যার মতো একইভাবে পৃথিবীতে বিতরণ করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়নের উদ্ভব এবং বিস্তারের সাথে সাথে ইউরোপীয় জনগণ দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি করে।"[৭৯]

স্পষ্টতই, আধুনিক নগরায়ণ অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উন্নতদেশগুলিতে এর প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। এইসব দেশগুলির প্রবণতা পরীক্ষা করলে যা স্পষ্ট হয় তা হল যে নগরায়ণ একটি সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়া, একটি চক্র যার মাধ্যমে জাতিগুলি তাদের কৃষি থেকে শিল্পসমাজে রূপান্তরিত হয়। বেশিরভাগ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উন্নতদেশের 'intensive Urbanization' গত ১০০ বছরের মধ্যেই শুরু হয়েছিল; অনুন্নত দেশগুলিতে এইটি আরও সম্প্রতি চালু হয়েছে। কিছু উন্নত দেশে এর সমাপ্তি এখন দেখা যাচ্ছে। যাইহোক, এইটি যেই শেষ হবে তার মানে এই নয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা শহরগুলির বৃদ্ধি শেষ হবে।[৮০] এইটি উপলব্ধ হয় যে, নগরায়ণ হল ঐতিহ্যগত এবং সসীম, তার ফলে একটা জিনিস জানা যায় তা হল নগরায়ণ কীভাবে শেষ হবে, তা বুঝতে শেখায়। উত্তরণের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল কৃষি থেকে অকৃষির কর্মসংস্থানে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনটি নগরায়ণের সাথে জড়িত কিন্তু এর সাথে অভিন্ন নয়।[৮১] বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সমস্ত নগরায়ণকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা পুঁজিবাদ এবং এর স্থানিক সম্পর্ক থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে মনে হতে পারে। এইটি বলা হয়না যে সমস্ত নগরায়ণ একইভাবে উদ্ভুত হয়েছে এবং তাই তা সমস্ত দেশে একই হবে। পুঁজিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাই বিশ্বব্যাপী নগরোন্নয়নের স্থানীয়ভাবে বিভেদযুক্ত শ্রেণীবিন্যাস তৈরি হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট পুঁজিবাদের প্রভাবের পরোক্ষ ফলাফল হিসাবেও নগরায়ণ ঘটছে। এখানে মূল যুক্তি হল যে, অর্থনৈতিক কাঠামোর সামঞ্জস্য বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্য মূল্য বা জরিমানা হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। এইগুলি ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের মুক্তির দিকে পরিচালিত করে, যারা শহর বা নগরে ছুটে আসে এবং নগর বৃদ্ধি ও নগরায়ণে সহায়তা করে।[৮২] এই তিনটি ধারনার মধ্যেকার সম্পর্ককে Reissman তুলে ধরেছেন:

জনসংখ্যা = শহরের বৃদ্ধি
প্রযুক্তি = শিল্পায়ন
সামাজিক সংগঠন = মধ্যবিত্তের উত্থান

Bert. F. Hoselitz অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে নগরায়ণের অধ্যয়ন করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, "যদিও নগরায়ণ ও শিল্পায়নের মধ্যে একটি উচ্চ সম্পর্ক আছে, তবে শহর বা নগরের উন্নয়ন শিল্পের পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল নয়, বা বিকাশের জন্য সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহরে অবস্থিত হওয়া উচিত নয়। ঐতিহাসিকভাবে, শহরগুলি শিক্ষা, সরকারী-প্রশাসনিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সমাবেশের মূলকেন্দ্র ছিল। এই উপায়ে একটি প্রদত্ত সংস্কৃতির টিকে থাকার জন্য তাদের গুরুত্ব জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাদের জন্য নির্ধারিত হবার চেয়ে অনেক বেশী বলে প্রমাণিত হয়েছে।"[৮৩] শহরের আধিপত্য, বিশেষকরে বড় শহর বলে গণ্য করা যেতে পারে- শিল্প ও বাণিজ্যিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক সুবিধা, ক্রিয়াকলাপ, পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক সরঞ্জাম যেমন প্রেস, রেডিও স্টেশন, থিয়েটার, লাইব্রেরি, জাদুঘর, কনসার্ট হল, ওপেরা, হাসপাতাল, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র, পেশাদার সংগঠন এবং ধর্মীয় ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা। শহর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর এই উপকরণগুলির মাধ্যমে যে আকর্ষণ প্রয়োগ করে তাই নয়, গ্রামীণ এবং শহুরে জীবনধারার মধ্যে পার্থক্য তাদের চেয়েও বেশি হবে। নগরায়ণ আর কেবলমাত্র সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় না যার দ্বারা ব্যক্তিরা শহর নামক একটি স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর জীবনযাপনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইটি জীবনের পদ্ধতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির সেই ক্রমবর্ধমানতাকে নির্দেশ করে যা জীবনধারার বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত, যা শহরগুলির বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত এবং আর্থিকভাবে স্বীকৃত জীবনপদ্ধতির দিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। শহর হিসাবে যা মানুষের মধ্যে দৃশ্যমান, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, যারা প্রভাবের অধীনে এসেছে, যা শহর তার প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বের শক্তির দ্বারা প্রয়োগ করে, যা যোগাযোগ এবং পরিবহনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।[৮৪] নগরায়ণ সরকারকে সামাজিক সংগঠন হিসাবে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এইটি সরকারী হস্তক্ষেপবাদকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে, সরকারের ভূমিকার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেছে, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে, নতুন মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যা প্রবর্তন করেছে, জনপ্রশাসনের চরিত্রে পরিবর্তন এনেছে, কেন্দ্রীয়-আঞ্চলিক-স্থানীয় আন্তঃসরকার সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তন করেছে এবং অনেকগুলি স্থানীয় সরকারী কাঠামোকে অপ্রচলিত করেছে। দ্রুত নগরায়ণও ক্রমবর্ধমানভাবে যথাক্রমে শহর এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার রাজনৈতিক ক্ষমতার অবস্থানকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বব্যাপী নগরায়ণ ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা তৈরী করেছে যার ফলস্বরূপ 'সার্বভৌমত্ব' এবং 'জাতীয়তাবাদ'এর ঐতিহ্যগত ধারণাগুলিকেও সংশোধন করেছে।[৮৫]

নগরায়ণ নির্ভর করে মানুষের খাদ্য উৎপাদনের কর্মসংস্থান থেকে মুক্ত হবার উপর, যা ভূমির বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত, যাতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা একই এলাকায় আবদ্ধ হয়, যেখানে তারা বাস করে, হয় সম্পূর্ণভাবে ক্ষেত-খামারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, বা ছোট-ছোট ক্লাস্টারে (গ্রাম বা হ্যামলেট)। উৎপাদনের অন্যান্য রূপগুলিতে স্থানান্তর, এলাকার একটি কেন্দ্রে স্থানীয়করণ, যেখানে স্বতন্ত্রভাবে বড় ইউনিট বা ছোট ইউনিটগুলির সমষ্টি তাদের শ্রমশক্তির ঘনত্বের সাথে মেলে এবং শিল্পায়ন হিসাবে স্বীকৃতি পায়।[৮৬]

'নগরায়ণ' শব্দটির সাথে সম্পর্কিত ধারণাগত সমস্যাগুলি নতুন নয়। 'The Process Of Urbanisation' প্রবন্ধে Hope Tisdale Eldridge পদ্ধতিগত ভাবে 'Urban Sociology' বিষয়ে সাহিত্যিক পর্যালোচনা করেছেন এবং তিনি 'নগরায়ণ' শব্দটির তিনটি ভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করেছেন- ১) a process of diffusion, যার দ্বারা শহরগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি দূরবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে বলা হয় নগরায়ণ সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে শহুরে বৈশিষ্ট্যগুলি সময়ের সাথে সাথে অ-শহুরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ২) a process of intensification, যার দ্বারা বিভিন্ন শহুরে কার্যকলাপ বা গুণাবলী আরও বেশী করে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। এইটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী কাজ থেকে উদ্ভুত হয়েছিল, এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যা সংশোধিত হয়েছে। ৩) a process of population concentration, এইটি মূলত জনসংখ্যাগত দিকদিয়ে, যা জনসংখ্যার ঘনত্বের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। এই অর্থে নগরায়ণ দুইটি উপায়ের-হয় ঘনত্বের বৃদ্ধির দ্বারা নয়ত বিদ্যমান শহরগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা।[৮৭] আবার Leonard Reissman *'The Urban Process Cities in Industrial Societies'* গ্রন্থে নগরায়ণের তত্ত্বের অংশ হিসাবে চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন- ১) Urban Status: এইটি ১০০,০০০ এলাকার বেশী শহুরে জনসংখ্যার শতাংশ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ২) Industrial Status: শিল্পায়ন হল উৎপাদনের চেয়ে বেশী। এইটি শব্দটি অবশ্যই এমন একটি সমাজের চরিত্রকে বোঝায়, যা শিল্পের চারপাশে সংগঠিত তার অস্তিত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ৩) Prevalence of a Middle Class: যা পরিমাপকৃত মাথাপিছু আয়ের উপর ভিত্তি করে। ৪) Prevalence of Nationalism: জাতীয়তাবাদ সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপিত আচরণের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, বিমূর্ত প্রতীকের উপর নির্ভর করে।[৮৮] Wirth নগরায়ণের তত্ত্বে তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন: শারীরিক গঠন, সামাজিক সংগঠন এবং যৌথ আচরণ। 'শারীরিক গঠন' দ্বারা তিনি জনসংখ্যা, প্রযুক্তি এবং পরিবেশগত বা ভৌগলিক পরিবেশের কথা বুঝিয়েছেন। 'সামাজিক সংগঠন' বলতে তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান, সামাজিক অবস্থান এবং শক্তিকে বুঝিয়েছেন। 'যৌথ আচরণ' দ্বারা তিনি গোষ্ঠীগত মনোভাব ও মতাদর্শকে বোঝাতে যা সাম্প্রদায়িক পরিবেশের মধ্যে একে অপরের মুখোমুখি হয়। স্বীকৃতভাবে, সীমিত উপায়ে, কিছু সমাজবিজ্ঞানী, জনসংখ্যাবিদ এবং এমনকি ইতিহাসবিদরা Wirth এর নির্দেশিত উপায়গুলি অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিককালে, বিশেষত human ecologistরা wirth-এর পরিকল্পনাকে পুনর্বিন্যাস এবং প্রসারিত করেছেন যাকে তারা 'POET framework' বলেছেন। অর্থাৎ, তারা জনসংখ্যা, সামাজিক সংগঠন, পরিবেশ এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনশীলতার উপর ভিত্তি করে নগরায়ণের প্রক্রিয়াগুলির একটি অধ্যয়নের যুক্তি দিয়েছেন। এই তাত্ত্বিক নির্মাণ অনুমান করে নগর কাঠামো একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলাফল যা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক সংগঠনের মধ্যস্থতায় জনসংখ্যা এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্যকে পরিবর্তন করে।[৮৯] Wallerstein, Goldfrank, Chase-Dunn, Dicken এবং Tayler প্রমুখ Structuralistদের মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির ভূমিকা এবং সংগঠনের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো একটি উদীয়মান বিশ্বব্যবস্থায় পুঁজিবাদের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের সাথে যুক্ত করে। একইভাবে নগরায়ণকে একটি সমন্বিত বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্যে এই জাতীয় অঞ্চলগুলিকে শোষণের জন্য একটি আভ্যন্তরীণ অবস্থানগত প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে। পুঁজিবাদ এমন স্থানে উৎপাদন ও ভোগকে কেন্দ্রীভূত করে নগরায়ণ তৈরী করে, যা সমষ্টি এবং সংযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি বহন করে এবং যেখানে উৎস, সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক কার্যকারিতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই Structuralist-দের ব্যাখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। Interdependency তত্ত্ব নগরায়ণের জন্য একটি একক ব্যাখ্যার প্রস্তাব করে, তা উন্নত বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে হোক না কেন। এখানে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

dependency তত্ত্বের নির্ভরতা আছে যা অন্বেষণ করে এবং মূল অঞ্চলের উন্নয়ন এবং পরিধির উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ রাখার চেষ্টা করে। এই তত্ত্বটি বলে নগরোন্নয়ন, যেখানেই এটা ঘটুক না কেন, এইটি পুঁজিবাদেরস্থানিক ফলাফলের মধ্যে অন্যতম। আর dependency তত্ত্ব বলে, 'Underdevelopment' হল মূল এলাকায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির দ্বারা প্রান্তস্থ অর্থনীতির লুন্ঠন এবং শোষণের ফল।[১০]

প্রকৃতপক্ষে, নগরায়ণের জন্য দুইটি শর্ত আবশ্যক: মানুষ এবং প্রযুক্তি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করে। আবার প্রযুক্তি জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। যার ফলাফল হল নগরায়ণ। আসলে নগরায়ণের বহুমাত্রিক চরিত্র ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং জনসংখ্যাবিদদের কাছে অধরা বিষয়।

Reference:

১. Jakobson, Leo ও Prakash, Ved, URBANIZATION AND URBAN DEVELOPMENT, Jakobson, Leo ও Prakash, Ved, সম্পাদিত, *Urbanization and National Development*, Sage Publications, Beverly hills, 1971, পৃ. ১৫
২. Jones, Emrys, *Towns and Cities*, Oxford University Press, London, 1966, পৃ. ৩
৩. Glaab, Charles N., *The Historian and the American City: A Bibliographic Survey*, Hauser, Philip M এবং Schnore, Leo F., সম্পাদিত, *The Study of Urbanization*, John Wiley and sons, New York, 1965, পৃ. ৫৮
৪. Lampard, Eric.E., Historical Aspects of Urbanization, Hauser, Philip M এবং Schnore, Leo F., সম্পাদিত, *The Study of Urbanization*, John Wiley and sons, New York, 1965, পৃ. ৫১৯
৫. Rugg, Dean S., *Spatial foundations of Urbanism*, Dubuque, lowa: W.C. Brown Co., 1979, পৃ. ১১
৬. Rao, M.S.A., General Introduction, Rao, M.S.A., Bhat, Chandrashekar, Kadekar Laxmi Narayan, সম্পাদিত, *A Reader in Urban Sociology*, orient Longman, New Delhi, 1991, পৃ. ৩
৭. Peake, Linda ও Bain, Alison L., Introduction: Urbanization and Urban Geographies, Peake, Linda ও Bain, Alison L., সম্পাদিত, *Urbanization in a Global Context,* Oxford University Press, 2017, পৃ. ৮-৯
৮. Park, Robert E., The city: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Burgess, Ernest W., Park, Robert E., Mckenzie, Roderick D., সম্পাদিত, *The City*, The University of Chicago Press, 1967, পৃ. ১
৯. Jones, Emrys, *Towns and Cities*, Oxford University Press, London, 1966, পৃ. ৩-৪
১০. Bose, Ashish, *India's Urbanization 1901-1971*, TATA Mcgraw-Hill Company Limited, New Delhi, 1973, পৃ. ২৭
১১. Ahuja, Ram, *Social Problems in India*, Rawat Publications, Jaipur, 2013, পৃ. ২৪৪
১২. Hauser, Philip M., Urbanization: An Overview, Hauser, Philip M., Schnore, Leo F., সম্পাদিত, *The Study of Urbanization*, John Wiley and sons,Inc, 1965, পৃ. ৯
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫
১৪. Jones, Emrys, *Towns and Cities,* Oxford University Press, London, 1966, পৃ. ৪
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮

১৭. Childe, Gordon, Urban Revolution, *The Town Planning Review*, Vol.21, No.1, (April, 1950), পৃ. ৯-১৬

১৮. Carter, Harold, *An Introduction to Urban Historical Geography*, Edward Arnold Publishers Ltd, London, 1983, পৃ. ২

১৯. Eisenstadt, S.N., ও Shachar, A., *Society, Culture and Urbanization*, Sage Publications, 1987, পৃ. ২৫

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২১. Hauser, Philip M., সম্পাদিত, *Urbanization in Asia and the Far East*, UNESCO, Calcutta, 1957, পৃ. ৫

২২. Ahuja, Ram, *Social Problems in India*, Rawat Publications, Jaipur, 2013, পৃ. ২৪৩-২৪৪

২৩. Rao, M.S.A., Bhat, Chandrashekar, Kadekar Laxmi Narayan, সম্পাদিত, *A Reader in Urban Sociology*, orient Longman, New Delhi, 1991, পৃ. ৪

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫

২৫. Hoselitz, Bert F., The Role of cities in the Economic Growth of Underdeveloped Countries, *Journal of Political Economy*, Vol.61, No.3, June,1953, পৃ. ১৯৭-১৯৮

২৬. Ghurye, G.S., *Cities and Civilization*, Popular Prakashan, Bombay, 1962, পৃ. ৪

২৭. weber, Max, *The City*, The Free Press, New York, 1958, পৃ. ৮০-৮১

২৮. Reissman, Leonard, *The Urban Process Cities in Industrial Societies*, The Free Press, New York, 1964, পৃ. ১৫২

২৯. Rao, M.S.A., Bhat, Chandrashekar, Kadekar, Laxmi Narayan, সম্পাদিত, *A Reader in Urban Sociology*, orient Longman, New Delhi, 1991, পৃ. ৫

৩০. Sjoberg, W., 'The Origin and Evolution of Cities', *Scientific American*, Vol.213, No.3, Sept 1965, পৃ. ৫৫-৫৬

৩১. Lopez, R.S., The Crossroads within the Wall, Handlin, O., এবং Burchard, J.E., সম্পাদিত, *The Historian and the city*, The M.I.T. Press and Havard University Press, 1963, পৃ. ২৭-২৮

৩২. Wirth, Louis, 'Urbanism as a way of life', *American Journal of Sociology*, Vol. 44, No.1 (July, 1938), পৃ. ৮

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৩৪. Rugg, Dean S., *Spatial foundations of Urbanism*, Dubuque, lowa : W.C.Brown Co., 1979, পৃ. ১০-১১

৩৫. Hallenbeck, Wilbur C., *American Urban Communities*, Harper and Brothers Publishers, New York, 1951, পৃ. ৩২

৩৬. Borgatta, Edgar F., Borgatta, Marie L., সম্পাদিত, *Encyclopedia of Sociology,* Vol.4, MacMillan Publishing Company, New York, 1992, পৃ. ২১৯৯

৩৭. Clerk, David, Interdependent urbanization in an urban world : An Historical overview, *The Geographical Journal*, Vol:164, No:1, March 1988, পৃ. ৮৮

৩৮. Goodall, Brian, *The Dictionary of Human Geography*, Penguin Books, 1987, পৃ. ৪৮৯

৩৯. Hawley, Amos Henry, *Urban Society: An Ecological Approach*, Ronald Press Co, 1971, পৃ. 3

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬-৮
৪১. Gupta, Ananda Gopal, *History of Urbanization*, Lucky Publishers, Kolkata, May 2018, পৃ. ১৯
৪২. Hauser, Philip M., Schnore, Leo F., সম্পাদিত, *The Study of Urbanization*, John Wiley and sons, Inc, 1965, পৃ. ৪৯
৪৩. Hauser, Philip M., Duncan, Otis Dudley, The Nature of Demography, Hauser, Philip M., Duncan, Otis Dudley, সম্পাদিত, *The Study of Population*, The University of Chicago Press, 1959, পৃ. ৩৪
৪৪. Anderson, Nel, *The Urban Community: A world Perspective*, Henry Holt and company, New York, 1959, পৃ. ৬
৪৫. McGee, T.G., *The urbanization process in the Third World*, G.Bell and Sons, LTD, London, 1971, পৃ. ১৮-১৯
৪৬. Bose, Ashish, *Studies in India's Urbanization (1901-1971*), TATA McGraw-Hill Publishing Co.Ltd, New Delhi, 1973, পৃ. ৩
৪৭. McGee, T.G., *The Urbanization Process in the Third World*, G.Bell and Sons, LTD, London, 1971, পৃ. ১৬-১৭
৪৮. Tisdale, Hope, The Process Of Urbanisation, *Social Forces,* 1942, Vol. 20, Issue: 3, পৃ. ৩১১-৩১২
৪৯. *The Dictionary of Human Geography*, Blackwell Publishers, UK, 2000, পৃ. ৮৮৩
৫০. Schnore, Leo F., Urbanization and Economic Development: The Demographic Contribution, *The American Journal of Economics and Sociology,* Vol.23, No.1 (Jan, 1964), পৃ. ৩৯
৫১. Tisdale, Hope, The Process Of Urbanisation, *Social Forces,* 1942, Vol. 20, Issue: 3, পৃ. ৩১২
৫২. Hauser, Philip M., Schnore, Leo F., সম্পাদিত, *The Study of Urbanization,* John Wiley and sons, Inc, 1965, পৃ. ৮-৯
৫৩. McGee, T.G., *The Urbanization Process in the Third World*, G.Bell and Sons, LTD, London, 1971, পৃ. ২১-২২
৫৪. Thompson, Warren S., Urbanization, *Encyclopedia of Social Science,* The MacMillan Company, New York, 1935, Vol.15, পৃ. ১৮৯
৫৫. Anderson, Nels, Urbanism and Urbanization, *American Journal of Sociology*, Vol.65, No.1 (Jul., 1959), পৃ. ৭২
৫৬. Fairchild, H.P., সম্পাদিত, *Dictionary of Sociology,* Philosophical Library, New York city, 1944, পৃ. ৩৩০
৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
৫৮. Mitchell, J. Clyde, Urbanization, Detribalization, Stabilization and Urban commitment in Southern Africa: A problem of Definition and Measurement, Meadows, Paul, Mizruchi, Ephrain H., সম্পাদিত, *Urbanism, Urbanization, and change: Comparative Perspectives,* Addison-Wesley Publishing Company, 1976, পৃ. ৪৪৬
৫৯. Beals, Ralph L., Urbanism, Urbanization and Acculturation, *American Anthropologist*, New Series, Vol.53, No.1 (Jan.-Mar., 1951), পৃ. ৬
৬০. McGee, T.G., *The urbanization process in the Third World,* G. Bell and Sons, LTD, London, 1971, পৃ. ১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬১. Reissman, Leonard, *The Urban Process Cities in Industrial Societies*, The Free Press, New York, 1964, পৃ. ১৫৪
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬
৬৪. জেভেলিওভ, ইগর, আধুনিক এশিয়াঃ নগরায়ণ ও বিকাশ, অনুবাদঃ মজুমদার, সুবীর, প্রগতি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬
৬৫. VRIES, JAN de, Problems in the Measurement, Description, and Analysis of Historical Urbanization, WOUDE, AD van der, HAYAMI, AKIRA, VBIES, JAN de সম্পাদিত *Urbanization in history: a process of dynamic interactions,* Oxford University Press, 1995, পৃ. ৪৪
৬৬. Rao, M.S.A., Bhat, Chandrashekar, Kadekar, Laxmi Narayan, সম্পাদিত, *A Reader in Urban Sociology,* orient Longman, New Delhi, 1991, পৃ. ২
৬৭. Anderson, Nel, *The Urban Community: A world Perspective*, Henry Holt and company, New York, 1950, পৃ. ৫-৬
৬৮. Anderson, Nels ও Ishwaran, K., *Urban Sociology,* Asia Publishing House, India, পৃ. ৯
৬৯. Schnore, Leo F., Urbanization and Economic Development: The Demographic Contribution, *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol.23, No.1 (Jan, 1964), পৃ. ৩৭
৭০. Smailes, A.E., The Definition and Measurement of Urbanization, Jones, Ronald সম্পাদিত, *Essays on World Urbanization,* George Philip and Son Limited, London, 1975, পৃ. ১
৭১. Reissman, Leonard, *The Urban Process Cities in Industrial Societies*, The Free Press, New York, 1964, পৃ. ১৩০-১৩১
৭২. Schnore, Leo F., Urbanization and Economic Development: The Demographic Contribution, *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol.23, No.1 (Jan, 1964), পৃ. ৩৮
৭৩. Sorokin, Pitirim ও Zimmerman, Carle C., *Principles of Rural Urban Sociology,* Henry Holtand Company, New York, 1929, পৃ. ১৬
৭৪. Schnore, Leo F., Urbanization and Economic Development: The Demographic Contribution, *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol.23, No.1 (Jan, 1964), পৃ. ৩৮
৭৫. Tisdale, Hope, The Process Of Urbanisation, *Social Forces,* 1942, Vol.20, Issue:3, পৃ. ৩১৫
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬
৭৭. Berry, Brian J. L., Some Relations of Urbanization and Basic Patterns of Economic Development, Pitis, Forrest R., সম্পাদিত, *Urban systems and economic development,* The school of Business Administration, university of Oregon, Eugene, Oregon, 1962, পৃ. ১২-১৪
৭৮. Hauser, Philip M., সম্পাদিত, *Urbanization in Asia and the Far East*, UNESCO, Calcutta, 1957, পৃ. ১৪
৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
৮০. Kingsly, Davis, The Urbanization of the Human Population, Breese, Gerald এবং Cliffs, Englewood, সম্পাদিত, *The City in Newly Developing Countries: Reading On Urbanism and Urbanization*, N.J., Prentice-Hall, 1969, পৃ. ১১
৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 392 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮২. Clerk, David, Interdependent urbanization in an urban world: An Historical overview, *The Geographical Journal*, Vol.164, No.1 (March, 1998), পৃ. ৯৩

৮৩. Hoselitz, Bert F., The Role Of cities in the Economic Growth of Underdeveloped Countries, Journal of Political Economy, Vol.61, No.3 (Jun, 1953), পৃ. ১৯৭

৮৪. Wirth, Louis, Urbanism as a way of life, *American Journal of Sociology*, Vol.44, No.1 (July,1938), পৃ. ৫

৮৫. Hauser, Philip M., Schnore, Leo F., সম্পাদিত, *The Study of Urbanization*, John Wiley and sons, Inc, 1965, পৃ. ৩০

৮৬. Smailes, A.E., The Definition and Measurement of Urbanization, Jones, Ronald সম্পাদিত *Essays on World Urbanization*, George Philip and Son Limited, London, 1975, পৃ. ২

৮৭. Schwab, William A., *Urban Sociology: A human ecological perspective*, Addison-Wesley Publishing Company, 1982, পৃ. ৩৬-৩৭

৮৮. Reissman, Leonard, *The Urban Process Cities in Industrial Societies*, The Free Press, New York, 1964, পৃ. ২০২-২০৩

৮৯. Schultz, Stanley K., An Approach to a Theory of Urbanization, Grewal, J.S., এবং Banga, Indu, সম্পাদিত, Studies in urban History, Guru Nanak Dev University, Amritsar, ১৯৮৫, পৃ. ১৪-১৫

৯০. Clerk, David, Interdependent urbanization in an urban world: An Historical overview, *The Geographical Journal*, Vol.164, No.1 (March, 1998), পৃ. ৮৮